দৈনিক যুগান্তর

যুগান্তর

তারিখ 13 FEB 2005
পৃষ্ঠা ২৪ কলাম

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় তদারকি

অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল খসড়া আইন পর্যালোচনা করতে সাব-কমিটি

যুগান্তর রিপোর্ট

দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তদারক করার জন্য 'অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল' গঠনের খসড়া আইন পর্যালোচনা করার জন্য চার সদস্যের একটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়েছে। শনিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে শিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত, বৈঠকে খসড়া আইনটি চূড়ান্ত করার কথা থাকলেও আইনে নানারকম মতদ্বৈধতা থাকায় তা চূড়ান্ত করা হয়নি। মতদ্বৈধতা দূর করার জন্যই নতুন করে সাব-কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে বৈঠক সূত্রে জানা যায়।

খসড়া আইনে অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানকে মন্ত্রীর সমমর্যাদা দেয়া এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে পাশ কাটিয়ে কাউন্সিলকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম স্থগিত করার ক্ষমতা প্রদান- এ দুটি ইস্যুতে মতদ্বৈধতা রয়েছে বলে আইনটি পর্যালোচনা করার প্রয়োজন দেখা দেয়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন সদস্য যুগান্তরকে বলেন, অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মন্ত্রীর সমমর্যাদা পাবেন- এটা কেউ মেনে নিতে পারেননি। বরং মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান পদটিই মন্ত্রীর পদমর্যাদায় উন্নীত করার পক্ষে মতামত প্রকাশ করা হয়। উদাহরণ হিসেবে পাকিস্তানের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান পদটি মন্ত্রীর সমমর্যাদার বলে উল্লেখ করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম আসাদুজ্জামানকে প্রধান করে চার সদস্যের পর্যালোচনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. জমিলুর রেজা চৌধুরী, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির উপাচার্য ড. হাফিজ জি. এ সিদ্দিকী এবং ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সাইন্সেসের উপাচার্য মাজেন খান। কমিটিকে চলতি মাসের মধ্যেই নতুন করে সুপারিশমালাসহ রিপোর্ট প্রদানের জন্য বলা হয়েছে। সূত্র জানায়, প্রস্তাবিত খসড়া আইনটিতে কাউন্সিলের কর্মপরিধি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার সুপারিশমালা নেই। এই সাব-কমিটি আরও সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার সুপারিশমালা তৈরি করবে। এজন্য ভারত ও আমেরিকার অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিলের কর্মপরিধি ও দায়দায়িত্বসহ বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখা হবে বলে জানা গেছে।

এ সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক যুগান্তরকে বলেন, আইনটি আবার 'রিভাইজ' করা হবে। আরও সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা প্রণয়ন করার জন্যই সাব-কমিটি গঠন করা হয়েছে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এটা খসড়া আইন। আরও পর্যালোচনা প্রয়োজন রয়েছে। পর্যালোচনা শেষে কেবিনেট বৈঠকে উত্থাপন করা হবে।